দৈনিক সংবাদ

তারিখ 10 JUL 1987
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

25

প্রসঙ্গ ঃ ছাত্রবৃত্তি

আর সব ক্ষেত্রের মত লেখাপড়ার ব্যয় যেখানে প্রতি বছর লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে, ভাবতে অবাক লাগে, সেখানে ছাত্রবৃত্তির পরিমাণ গত এক দশক ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। চলতি অর্থ-বছরের বাজেটে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ছাত্রছাত্রীদের বেতন বাড়িয়ে গড়পড়তা দ্বিগুণ করা হয়েছে। এ দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রবেতন এবং সীট ভাড়া আরেক দফা বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়েছে। খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-আশাক, বই-পুস্তকের ব্যয় বেড়েছে বহুগুণ। পাশাপাশি ছাত্রবৃত্তি বৃদ্ধির দাবীর ন্যায্যতা সম্পর্কে দ্বিমতের কোন অবকাশ না থাকলেও কেবল এই একটি ব্যাপারেই কর্তৃপক্ষকে উদাসীন ও নির্বিকার দেখা যাচ্ছে।

সরকার দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ক্ষতি পোষানোর জন্য কর্মচারীদের বেতন বাড়ান। স্কুলের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতাও একই যুক্তিতে বাড়ানো হয়েছে যাকে আমরা সঙ্গতই মনে করি। এই প্রেক্ষা-পটে ছাত্রবৃত্তির পরিমাণ বৃদ্ধির ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

প্রতিবছর শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বাড়ছে বলে সরকার ফিরিস্তি দিয়ে থাকেন। কিন্তু এই বর্ধিত বরাদ্দের একটা অংশ, যার পরিমাণ খুব বেশী হওয়ার কথা নয়, তা কেন দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্ররা পাবে না সেটি বোধগম্য নয়। হিসাব থেকে এদের বাদ পড়াটার যুক্তি কোথায়? নাকি কর্তৃপক্ষ মেধাবী ছাত্রদেরকে প্রদত্ত বৃত্তির খরচ-টাকে বোঝার ওপর শাকের আঁটি মনে করেন?

শিক্ষা মানুষের অধিকার হওয়া সত্ত্বেও আমাদের দেশে আজো তা সুযোগ হিসেবেই রয়ে গেছে। পাশ্চাত্যের অনেক পুঁজিবাদী দেশেও ব্যয়বহুল বেসরকারী শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি এমন সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে যার ফলে মোটামুটি একটা পর্যায় পর্যন্ত সকলেই বিনা বেতনে এবং অল্প ব্যয়ে লেখাপড়া করতে পারে। দরিদ্র হওয়ার জন্য সেখানে ঐ পর্যায় পর্যন্ত লেখাপড়াটা কারো আটকায় না। বিভিন্ন সময়ে এ ধরনের সুযোগ সৃষ্টির কথা আমাদের দেশেও বলা হয়েছে। বাস্তবে তা গড়ে তুলতে না পারায় ব্যয়বহুল শিক্ষার সুযোগ এখনো মধ্য ও উচ্চবিত্তদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। বরং শিক্ষা ব্যয় ক্রমাগত বাড়তে থাকায় বর্তমানে গরীব মানুষের সন্তানেরা এই অধিকার থেকে অধিকতর বঞ্চিত হচ্ছে।

অত্যন্ত সীমাবদ্ধ সুযোগের মধ্যেও যারা বলতে গেলে নিজস্ব প্রচেষ্টায় পরীক্ষায় খুব ভাল করে, পরিচয় দেয় মেধা ও প্রতিভার তারা আগে সরকারী বৃত্তির বদৌলতে উচ্চতর শিক্ষা চালিয়ে যেতে পারতো। কিন্তু সব কিছুর মূল্যবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে বৃত্তির প্রকৃত অর্থমূল্য কমে যাওয়ায় এখন সেটিও তাদের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

বাস্তবিক অবস্থার আলোকে আমরা শিক্ষাব্যয় বৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে কর্তৃপক্ষকে বৃত্তির পরিমাণ বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করতে বলব। নইলে ছাত্রবৃত্তি নামক এই প্রহসনটিকে চালিয়ে যাওয়ার কোনই অর্থ থাকবে না।